স্বল্প পরিসরে পালিত হলো ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মেহেরপুর প্রতিদিন এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রধান কার্যালয়ে স্বল্প পরিসরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে প্রতিনিধি ও পেপার বিলিকারকদের নিয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গত ২৬ মার্চ মেহেরপুর প্রতিদিন এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারনে পালন করা হয়নি। করোনা পরিস্থিতিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে সঠিক তথ্য না থাকায় সামাজিক ও শারিরীক দুরুত্ব বজায় রেখে শুধু ইফতার মাহফিলের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পত্রিকার প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিন এর যুগ্ম সম্পাদক আল-আমিন, চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, স্টাফ রিপোর্টার এ শাহীন সিদ্দিকী, আক্তার হোসেন, শহিদুল ইসলাম, পারভেজ, বাসারুল, ফয়সাল, পিয়াল, রনি, মিন্টু সহ প্রত্রিকা সংস্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসক করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৮এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসকের (মেডিকেল অফিসার) নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল। আজ মঙ্গলবার (২৮এপ্রিল) সকালে ওই চিকিৎসকের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়। করোনায় আক্রান্ত চিকিৎসক বর্তমানে হোম আইসোলেশনে আছেন বলে জানান ডাঃ আব্দুর রশীদ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ওই চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসা তার কর্মস্থলের ৫ ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশনে থাকা এক যুবক প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হন। তার চিকিৎসা সেবায় ওই চিকিৎসক না থাকলেও জরুরী বিভাগে শ্বাসকষ্ঠ নিয়ে আসা একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

গাংনীতে সাধু সেজে স্বর্ণ চুরি পরে গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি বাড়ি থেকে প্রায় এক বছর ধরে স্বর্ণ চুরি করে আসছিল রাকিবুল ইসলাম রিন্টু (২৩)।

প্রায় এক বছর ধরে সে বিভিন্ন সময় একই বাড়ি থেকে স্বর্ণের গহনা চুরি করে আসছিল। চোর রাকিবুল ইসলাম রিন্টু উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মোঃ বাদল মন্ডলের ছেলে। সে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ার্ড বয় হিসেবে চাকুরি করতো বলে জানা যায়।

রাকিবুল ইসলাম রিন্টু গাংনী পৌর শহরের ৭ নং ওয়ার্ড এলাকার আলিয়া মাদ্রাসায় জিনারুদ্দিনের বাসায় থাকতো। বাড়ির লোকজন তাকে বিশ্বাস করতো বলে জানা যায়। ঐ বাড়িতে বৃদ্ধ জিনারুদ্দিন ও তার স্ত্রী বসবাস করতো। বছর খানেক আগেও ঐ বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার

চুরি হলেও রাকিবুল ইসলামকে কেউ সন্দেহ করেনি। গত ২৩ এপ্রিল ২০২০ ইং তারিখে ঐ বাসা থেকে রিন্টু আবারও স্বর্ণের গহনা চুরি করে বলে ঐ বাড়ির লোকজন তাকে সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেলে প্রথমে সে অস্বীকার করলেও পরে ২৬ তারিখে সে চুরির কথা স্বীকার করে বলে পুলিশ সুত্রে জানা যায়। স্বীকারোক্তির দিনই থানায় রিন্টু ও তার সহযোগি মেহেরপুরের বোস পাড়ার নরেন্দ্র নাথের ছেলে অরুপ জুয়েলার্সের মালিক স্বপন কর্মকারের নামে এজাহারের ভিত্তিতে থানায় মামলা হয় যার নং ১৭। এরপর একই দিনে তাদের দু’জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল বিজ্ঞ আদালতে তারা দুজনে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মুলোক জবানবন্দী দেয়।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, প্রায় এক বছর ধরে ৪বার বিভিন্ন সময় তারা মোট ১৩ ভরি স্বর্ণালংকার চুরি করে। তাকে গ্রেফতারের সময় তার নিকট থেকে সর্বশেষ চুরি যাওয়া ১ ভরি স্বর্ণালংকারের সাথে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও অলংকার বিক্রয়ের ১০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে সে মেহেরপুর জেল হাজতে রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মীসহ করোনায় আক্রান্ত-১৯ হারদি হাসপাতাল লকডাউন ঘোষনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) শনাক্ত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
জানাগেছে, গত ১মাসে আলমডাঙ্গায় ২৫ জন করোনা রোগি সনাক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন। আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফেরৎ মানুষের প্রবেশের কারণে করোনা আক্রান্তের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক দিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলা

স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের কর্মিরা করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা পরিক্ষার কাজ করে আসছিলো। এরই কারণে হাসপাতালের মোট ২২ জন দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়। গত সোমবার ২৭ এপ্রিল রাতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ১৯ জনের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। প্রকাশ থাকে যে গত ১৯ শে মার্চ আলমডাঙ্গায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। গত সপ্তাহের ২৩ শে এপ্রিল আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নে ৪জনকে করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। এছাড়াও,গত এক সপ্তাহ পার না হতেই আবারো আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ২৩ জনের মধ্যে ১৯ জন করোনা শনাক্তের বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি আরো জানান, “যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের নমূনা পরীক্ষা করা হয় কুষ্টিয়া সরকারী হাসপাতাল ল্যাবে। এদের মধ্যে ৬ জন ডাক্তার, ৭ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।
জেলা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আলমডাঙ্গায় হারদি হাসপাতালে একই সঙ্গে ১৯জন করোনায় আক্রান্তের ঘটনায় হাসপাতাল লকডাউন করা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যাক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় উপজেলা চেয়ারম্যান, এসিল্যান্ড ও চিকিৎসকসহ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়ায় এবার উপজেলা চেয়ারম্যান, এসিল্যান্ড, সরকারি হাসপাতালের দুইজন চিকিৎসকসহ ১৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ জন। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

করোনায় আক্রান্তরা হলেন- কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, কুমারখালী উপজেলার এসিল্যান্ড মোহাইমিন আল জিহান (৩০), ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই উপসহকারী মেডিকেল অফিসার, কুমারখালী উপজেলার নারায়ণগঞ্জ ফেরত একই পরিবারের চারজন সদস্য, ঢাকা ফেরত এক তরুণী, খোকসা উপজেলার স্বামী-স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তান এবং দৌলতপুর উপজেলার তিনজন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, জানান, নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের নমুনা গত ২৬ এপ্রিল সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ জন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন জানান, কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মীর্জাপুর গ্রামের এক ব্যক্তি (৩২), তার মা (৫০), স্ত্রী (২৬) ও বড় ভাই (৩৫) করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ব্যক্তি চলতি সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়িতে আসেন। তার মাধ্যমে পরিবারের অন্য তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও এ উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের এক তরুণী (১৯) করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গত তিন সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে আসেন।

এদিকে ভেড়ামারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দুই উপসহকারী মেডিকেল অফিসা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কামরুজ্জামান সোহেল জানান, এ উপজেলায় একই পরিবারের স্বামী- স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত ঢাকার এসবিতে কর্মরত পুলিশের এক এসআইয়ের মাধ্যমে একই পরিবারের এই পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, সোমবার রাতে তাদের বাড়ি এবং পাশের বিলজানি বাজার লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

দৌলতপুরে আক্রান্তরা হচ্ছেন উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের এক যুবক (৩৫), হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইকুন্ডি তাজপুর গ্রামের এক যুবক (২৬) এবং পেয়ারপুর ইউনিয়নের

দুর্গাপুর নওদাপাড়া গ্রামের এক নারী। দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, জেলায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীরপুর থেকে আসা ৩ হাজার ৫৩ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে রেশমা খাতুন (১৭) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ৮টার সময় দিকে রেশমার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রেশমা তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের বিজিবি ক্যাম্পাড়ার হাসিবুল ইসলাম শান্তর স্ত্রী ও পার্শবর্তী দেবীপুর গ্রামের আতাহার আলীর মেয়ে।

রেশমা খাতুনের পিতা দেবীপুর গ্রামের আতাহার আলী বলেন,আমার মেয়েকে জামাতা হাসিবুল ইসলাম শান্ত শ্বাসরোধে হত্যা শেষে ফ্যানের সাথে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখে। প্রতিবেশি ও আমরা লাশের কাছে পৌছানোর পূর্বেই লাশ মাটিতে নামিয়ে রাখে আত্মহত্যা বলে অপপ্রচার করতে থাকে।

রেশমার চাচা আলতাফ হোসেন জানান,তার ভাতিজা রেশমা খাতুনের সাথে দু’বছর আগে বিয়ে হয় হাসিবুল ইসলাম শান্তর। বিয়ের পর থেকে সংসার জীবনে নানা কারণে রেশমা ও তার স্বামীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। একারণে রেশমা খাতুনকে হত্যা করে ঘটনা ধামাচাপা দিতে অপপ্রচার করছে। অবিলম্বে হাসিবুল ইসলাম শান্তকে আটক করে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।
স্থানীয় বাসিন্দা ও তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি সদস্য গোলাম কিবরিয়া জানান,অন্যদের মত আমারও আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তবে রেশমা ও শান্তর মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কোলহ চলে আসছিলো।

এ বিষয়ে শান্তর পরিবারের সদস্যরা জানান,ভোরে রেশমার লাশ ফ্যানের সাথে ঝুলতে দেখে নীচে নামানো হয়। এর বাইরে কোন মন্তব্য করতে

রাজি হয়নি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান,মৃত্যু’র ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্দের জন্য মেহেরপুর মর্গে নেয়া হবে। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর হত্যা না আত্মহত্যা এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মেহেরপুর গাংনীতে মাদকের টাকা না পেয়ে মা ও ছোট ভাইকে কুপিয়ে জখম

মাদক কেনার টাকা না পেয়ে মা তানজিরা (৪০) ও ছোটভাই সজিব (১৭) কে কুপিয়ে জখম করেছে সবুজ নামের এক পাষন্ড। আহতদেরকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। সবুজ ওই গ্রামের জামাত আলীর ছেলে।

স্থানীয় ইউপি মেম্বর জব্বার জানান, সবুজ বছর পাঁচেক আগে গ্রামের একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হবার পর থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকের টাকা না পেয়ে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লাগতো। গতকাল সকালে সবুজ তার মায়ের কাছে মাদক কেনার জন্য টাকা চায়। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় সবুজ ধারালো হাসুয়া দিয়ে মা তানজিরা খাতুন ও ছোটভাই সজিবকে কুপিয়ে জখম করে। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশিরা এগিয়ে এসে সবুজকে আটক করে স্থানীয় এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে সোপর্দ করে। সেই সাথে আহতদেরকে চিকিৎসার জন্য গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে।

এলাঙ্গী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ টিএসআই মিজানুর রহমান জানান, সবুজকে আটক করা হয়েছে। তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

আজকের চারাগাছ অচিরেই মহীরুহুতে পরিণত হবে

অগণিত পাঠকের ভালবাসা নিয়ে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’। নিজ জেলা মেহেরপুরকে জয় করে পত্রিকাটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চারটি জেলায় অবস্খান করে নিয়েছে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন পত্রিকাটি হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সেরা পত্রিকা। সেই স্বপ্ন পূরণে একঝাঁক কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীনতার তীর্থ ভুমি মেহেরপুরে একমাত্র দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিটি সংবাদ এলাকার উন্নয়নে, জনগণের কল্যানের কথা চিন্তা করে প্রকাশ করা হয়। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীরা কখনো রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। সাহস ও উদ্যামের সহিত সমস্যা ও সম্ভাবনার সংবাদ পরিবেশনে তৎপর রয়েছেন। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার সাহসকিতা নিয়ে আমাদের সংবাদকর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সাহসী সংবাদকর্মীরা আমাদের শক্তি আর অগণিত পাঠক আমাদের প্রেরণার উৎস। এছাড়াও আমাদের কলাকুশলী, বিক্রয় প্রতিনিধিদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা একটি স্বপ্নের বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছি।

পত্রিকা প্রিন্টিং ভার্সনের পাশাপাশি অনলাইন ভার্সনেও (https://www.meherpurpratidin.com/) আমরা ২৪ ঘন্টা আপডেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে সংবাদ পৌছে দিচ্ছি। অল্প দিনের যাত্রায় আমাদের অনলাইন এলেক্সা র্যাংকিং এক হাজারের ঘরে স্থান করে নিয়েছে। যা আমাদের জন্য ঈর্শর্ণীয় সাফল্য। প্রতিমাসে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে সংবাদ পড়েন প্রায় লক্ষাধিক পাঠক।

মেহেরপুর প্রতিদিন ২য় বছর পার করে ৩য় বছরে পদার্পন করেছে গত ২৬ মার্চ। বৈষ্ণিক করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল কর্মসূচী স্থগিত করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাফলা কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক এম এ এস ইমন।

পত্রিকাটির মানন্নোয়ন ও কলেবর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। যে প্রতিষ্ঠানি পত্রিকাটি কে মিডিয়াভুক্ত করে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দিবসগুলোতে ক্রোড়পত্র প্রদান করে আমাদের চলার পথকে সহজ করেছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি ও বিভিণ্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। যাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে পত্রিকার আয়ের পথকে মসৃণ করতে পেরেছি।

দুই বছরের একটি চারা গাছ পরিচর্যার মাধ্যমে অচিরেই মহীরুহুতে পরিণত হবে। ঐতিহ্যবাহী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুরে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে দুই বছরের চলার পথ কখনোই মসৃন ছিল না। আমরা যেমন পাঠকদের ভালবাসা পেয়েছি, একই সঙ্গে পেয়েছি সমালোচনা। প্রতিটি সমালোচনা আমাদের নতুন পথ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। সমালোচক পাঠকরাই আমাদের উন্নতির পথে অনন্যা ভূমিকা পালন করে আসছেন।

দুই বছরের সকল ব্যার্থতার দায় কাঁধে নিয়ে নতুন বছরে সফলতার পথে হাঁটতে চাই। সকল পাঠকের কাছে পৌছাতে চাই আনন্দের বার্তা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভক্ষণে সকলকে আবারো শুভেচ্ছা।

সবশেষে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি, ঘণ ঘণ সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করি। নিজে বাঁচি, অপরকে বাঁচায়। জয় হোক মাববতার, করোনা দূর হোক। পৃথিবীটা আবারো ভরে উঠুক আনন্দে।

ইয়াদুল মোমিন

সম্পাদক

মেহেরপুর প্রতিদিন

মেহেরপুর প্রতিদিন’র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে প্রকাশকের বাণী

মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুর জেলার একমাত্র ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনন্য দৈনিক পত্রিকা। ২০১৮ সালর ২৬ শে মার্চ মেহেরপুর প্রতিদিন এর জন্ম। একটি পত্রিকা হচ্ছে সমাজের দর্পন।

সমাজের চেহারা বা চিত্র একটি পত্রিকার মাধ্যমে ফুটে উঠে। পত্রিকা হচ্ছে গণমাধ্যম।এই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, তুলে ধরা হয় সমস্যা ও তার সমাধান। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মূখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ২য় বর্ষপূতিতে রইলো আমার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা। এই পত্রিকার সাথে জড়িত সম্পাদক সহ সকলকে জানাই অভিবাদন এছাড়া পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই শুভকামনা।

আমি মেহেরপুর প্রতিদিন এর উত্তরোত্তর সাফাল্য কামনা করি।

এম এ এস ইমন
প্রকাশক
মেহেরপুর প্রতিদিন

মেহেরপুর প্রতিদিন’র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে জেলা প্রশাসকের

বাণী

মেহেরপুর প্রতিদিন’র দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৩য় বছরে পদার্পন উপলক্ষে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
স্বাধীনতার সুতিকাগার এই ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান থেকে নিয়মিত প্রকাশ হয় একমাত্র দৈনিক পত্রিকা ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’। সেই পবিত্রতা রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ আগামি দিনেও বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনের ধারা অব্যাহত রাখবে এ প্রত্যাশা করি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে পত্রিকার সম্পাদকসহ সহ সকল কলাকুশলী সকলকে জানাই শুভেচ্ছা।

আমি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মো: আতাউল গনি
জেলা প্রশাসক মেহেরপুর